তারিখ ... 19-MAY-2005
পৃষ্ঠা ... ১২ ... কলাম ... ৫

ইনকিলাব

মাহমূদিয়া মহিলা মাদরাসা

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মেয়েদের বেলায় পুরুষের চেয়ে অধিক এজন্য যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষার হাতেখড়ি তাদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তাই বলা যায়, জাতির শিক্ষা প্রধানত মেয়েদের ওপরই নির্ভরশীল। এজন্যই ইসলামে মুসলমান নারী-পুরুষ উভয়ের ওপর ইসলামী জ্ঞানার্জন ফরজ।

মাহমূদিয়া মহিলা মাদাসার লক্ষ্য হলো ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতির ব্যাপক অনুশীলনের মাধ্যমে মানবতার উৎকর্ষ সাধনে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ও চরিত্র গঠন, ধর্মীয় শিক্ষায় স্বনির্ভরতা, সৃজনশীলতা ও পার্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যোগ্য মুসলিম নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা। অশিক্ষা, অপশিক্ষা ও অপসংস্কৃতির করাল গ্রাসের হাত থেকে সমাজ বা দেশকে মুক্ত করে ঘরে ঘরে ইসলামের আলো পৌঁছে দেয়া। মাদরাসার ছাত্রীদের একাডেমিক মানের দিক থেকে উৎকৃষ্ট করে গড়ে তোলার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব, কর্মকাণ্ডে সময়োপযোগী ভূমিকা রাখতে পারছে না। বরং তারা কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। শিক্ষা যেন কল্যাণধর্মী হয় এটাই সকলের কাম্য হওয়া উচিত। আধুনিক শিক্ষার বিষয়াদি যেমন- বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও ভূগোল ইত্যাদি বিষয় সরকারী পাঠ্যসূচী অনুযায়ী ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক। উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত সেই সঙ্গে ধার্মিক ও অভিজ্ঞ শিক্ষিকাদের দ্বারা পাঠদান করা হয়। ক্বিরাত, হামদ, না'ত, কবিতা আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের ব্যবস্থা রয়েছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত মহিলা দ্বারা মাতৃস্নেহে ছাত্রীদের পাঠদান করা হয়। ঘরোয়া পরিবেশে পূর্ণ নিরাপত্তায় ছাত্রীদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা, লেখাপড়ার জন্য নিরিবিলি পরিবেশ ও পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা রয়েছে।

১৯৯২ সালে দক্ষিণ বাসাবোর একটি ছোট ভাড়াটিয়া বাড়িতে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ার ফলে কদমতলা ইয়াছিন মঞ্জিলে ও পরে ১৯৯৭ সাল থেকে অদ্যাবধি ৬৩ কদমতলায় এর শিক্ষা কার্যক্রম চলে আসছে। রাজধানী ঢাকার কমলাপুর রেলস্টেশনের কোল ঘেঁষে কোলাহলমুক্ত মনোরম পরিবেশে বাসাবো মাহমূদিয়া মহিলা মাদরাসা অবস্থিত।

সম্প্রতি মাহমূদিয়া মহিলা মাদরাসা ৬৩ কদমতলা, সবুজবাগ, বাসাবো, ঢাকায় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন এডভোকেট আলহাজ গাজী আঃ রশিদ এডভোকেট ও প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা আতাউর রহমান খান (সাবেক এমপি)। বিশেষ অতিথি ছিলেন মাওলানা সাজেদুর রহমান (প্রিন্সিপাল দারুল আরক্বাম মাদরাসা, বি-বাড়িয়া)। সুধী সমাবেশে বক্তাগণ আধুনিক শিক্ষা তথা জাগতিক শিক্ষা ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসা করেন। মাহমুদিয়া মহিলা মাদরাসার প্রিন্সিপাল মুফতী আতাউর রহমান কাসেমী তার উদ্বোধনী বক্তব্যে মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার গুরুত্বের ওপর বিশেষভাবে আলোচনা করেন। সুনির্দিষ্ট কোন আয় না থাকায় মাদরাসাটি পরিচালনা কার্য ব্যাহত হচ্ছে। সমাজের বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা ও সুপরামর্শ একান্ত প্রয়োজন।

❑ *রেহানা আতিক*